পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪০৩তম সভার কার্যবিবরণী

০৭/০২/২০১৭, ০৮/০২/২০১৭ ও ০৯/০২/২০১৭ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির আহবায়ক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা) ড. সুলতান আহমেদ এর সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সম্মেলনকক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪০৩তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর শেষ পাতায় দ্রষ্টব্য।

সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী কমিটির সদস্য-সচিব বিভিন্ন বিভাগীয়, মহানগর ও আঞ্চলিক দপ্তর হতে প্রাপ্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক প্রস্তাবনা/নথিসমূহ পর্যায়ক্রমে সভায় উপস্থাপন করেন। প্রত্যেকটি বিষয়ে কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও পর্যালোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. **আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণ প্রকল্প (স্টীল সাইলো নির্মাণ), কাকরাইদ, মধুপুর, টাংগাইল** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ স্টীল সাইলো নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য তথ্যাদি, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সদর দপ্তর থেকে বিধি মোতাবেক ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. **বাটারফ্লাই ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ, কাঠালী, থানাঃ ভালুকা, ময়মনসিংহ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এয়ার কন্ডিশনার ও রেফ্রিজারেটর তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ১৬/০৭/২০১৪ তারিখে ৩০.৬১.১৩.০৪.০৫.২৭১০১১/ছাড়-০২ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক ময়মনসিংহ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র এয়ার কন্ডিশনার ও রেফ্রিজারেটর প্রস্তুত করার জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ কারখানায় কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য বিদেশ থেকে কোন প্রকার বর্জ্য আমদানী করা যাবেনা।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ বিশেষতঃ মারকারি এবং বস্তু কণার নিঃসরণ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সজস্ট ফ্যান এবং কারখানার জেনারেটর থেকে নির্গত ধোঁয়া নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্ট তেল মিশ্রিত পানি/তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাইরে নির্গত করা যাবে না। ওয়েল সেপারেটরের মাধ্যমে তেল মিশ্রিত পানি থেকে তেল পৃথক করতে হবে এবং এ থেকে নির্গত বর্জ্য পানি ইটিপির মাধ্যমে যথাযথভাবে পরিশোধন করে নির্গত করতে হবে। ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) কারখানার সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি পরিবেশে নিক্ষেপ করা যাবেনা। এধরনের বর্জ্য পুনব্যবহার উপযোগী না হলে তা কেবলমাত্র বিশেষ প্রক্রিয়ায় Secure Landfill-এর ব্যবস্থা করতে হবে।
- জ) কারখানাসৃষ্ট প্লাস্টিক জাতীয় কঠিন বর্জ্য Recycling করতে হবে।
- ঝ) কারখানার কাঁচামাল সংগ্রহের তথ্যাদি একটি রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিষ্টারটি পরীক্ষা করা হবে। কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে।
- ঞ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি গ্লাস, বুট, হেলম্যাট ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ট) কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতৎসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং অত্র দপ্তর হতে আকস্মিক পরিদর্শনের সময় তা দেখাতে হবে।

ঠ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রির্পোট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ণ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) এবং কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুনগতমান পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

ত) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান নিশ্চিতকল্পে BSTI বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে। উক্ত সার্টিফিকেট ছাড়া পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবেনা।

থ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ধ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩. **ডেলকো এগ্রা ইন্ডাস্ট্রিজ, বর্ধণপাড়া, নবাবগঞ্জ, ঢাকা-১৩২০** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জিংক সালফেট সার উৎপাদন ও কীটনাশক রি-প্যাকিং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ০৭/০২/২০০৮ তারিখে পরিবেশ/ঢাবি/১৪১৫৯/১৫৩ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র জিংক সালফেট সার উৎপাদন ও কীটনাশক রি-প্যাকিং এর জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, নতুন ধরনের সার উৎপাদন, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদান প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে তরল-বর্জ্য/ বায়বীয় বর্জ্য-এর নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) ইএমপি প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল Mitigation Measures সর্বদা কার্যকরী ভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) এ কারখানায় সৃষ্ট তরলবর্জ্য সরাসরি পরিবেশে নির্গমন করা যাবেনা; এ ধরণের তরলবর্জ্য Neutralization সিস্টেমের মাধ্যমে পরিশোধন ও অপসারণ ব্যবস্থা সর্বদা কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে ।

ঙ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত করণ ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানুয়েল অনুসরণ করতে হবে।

চ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিষ্টার প্রদর্শন করতে হবে।

ছ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যাবেনা।

জ) কারখানায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা করতে হবে ।

ঝ) কারখানায় ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটেলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে ।

ঞ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় নির্গমণের মাত্রা বিধিবদ্ধ মানমাত্রা অধিক হলে কারখানায় স্ক্রাবার স্থাপন ও সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে

ট) কারখানায় স্থাপিত জেনারেটরর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠঅন ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিত্রয় করা যাবেনা ।

ঠ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE)/যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ণ) স্বাভাবিক নিয়মে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর বায়ূর গুণগতমান (SOx)-এর Monitoring Result পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ত) কারখানা চত্ত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

থ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ধ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরি-উল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৪. **মিলিয়ন গোল্ড লিঃ, দরবেশপাড়া, ইটাখোলা ইউনিয়ন, নীলফামারী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কৃত্রিম চুল ও চুল সম্পর্কিত পণ্য উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে রাজশাহী বিভাগীয় অফিস, বগুড়া কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র কৃত্রিম চুল ও চুল সম্পর্কিত পণ্য উৎপাদনের জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে । কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য (চুলের বর্জ্য ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ) ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

ঙ) ফ্লোর-ওয়াশিং কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি নিজস্ব সীমানার বাইরে নিক্ষেপ করা যাবেনা। এ ধরনের তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং-ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

চ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় বর্জ্য পর্যাপ্ত সংখ্যক Exhaust ফ্যান এর মাধ্যমে নির্গমন ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ছ) কারখানায় সৃষ্ট শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি সর্বদা কার্যক্ষম রাখতে হবে এবং শব্দের মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর মধ্যে থাকতে হবে।

জ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা ঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঝ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যালমেট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঞ) কারখানা চত্ত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ড) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৫. **ট্রিলিয়ন গোল্ড লিঃ, ফতেজংপুর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কৃত্রিম চুল ও চুল সম্পর্কিত পণ্য উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে রাজশাহী বিভাগীয় অফিস, বগুড়া কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র কৃত্রিম চুল ও চুল সম্পর্কিত পণ্য উৎপাদনের জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে । কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য (চুলের বর্জ্য ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ) ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

ঙ) ফ্লোর-ওয়াশিং কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি নিজস্ব সীমানার বাইরে নিক্ষেপ করা যাবেনা। এ ধরনের তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটেলিং-ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

চ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় বর্জ্য পর্যাপ্ত সংখ্যক Exhaust ফ্যান এর মাধ্যমে নির্গমন ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ছ) কারখানায় সৃষ্ট শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি সর্বদা কার্যক্ষম রাখতে হবে এবং শব্দের মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর মধ্যে থাকতে হবে।

জ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা ঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঝ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যালমেট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঞ) কারখানা চত্ত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ড) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৬. **গ্লোব ট্যানিং (বাংলাদেশ) কোম্পানী লিমিটেড, ধলাদিয়া, ধলাদিয়া মৌজা, ভাওয়াল রাজবাড়ী, শ্রীপুর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ওয়েট ব্লু লেদার থেকে ফিনিশড লেদার উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ১২০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ওয়েট ব্লু লেদার থেকে ফিনিশড লেদার উৎপাদন কার্যক্রম এবং ১২০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) ইআইএ প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

গ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

ঙ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ (চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে এবং বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক সলিড ওয়েষ্ট ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

ছ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঝ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্টি আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঞ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে ।

ঠ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ড) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না ।

ঢ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৭. **শওকত ইঞ্জিনিয়ারিং, প্লট নং-২০-২১, বিসিক শিল্পনগরী, রুহিতপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এলপিজি ভাল্ব, রেগুলেটর ও ফিটিংস তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয় । পর্যালোচনান্তে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র এলপিজি ভাল্ব, রেগুলেটর ও ফিটিংস তৈরীর জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, নতুন ধরনের সার উৎপাদন, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্ট তেল মিশ্রিত পানি/তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাইরে নির্গত করা যাবে না। ওয়েল সেপারেটরের মাধ্যমে তেল মিশ্রিত পানি থেকে তেল পৃথক করতে হবে এবং এ থেকে নির্গত বর্জ্য পানি যথাযথভাবে পরিশোধন করে নির্গত করতে হবে। ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার করতে হবে।

গ) কারখানারা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট স্লাজ কারখানা চত্বরে সংরক্ষণ করতে হবে এবং উচ্চ তাপামাত্রার চুল্লিতে বা ইনসিনারেটরে দহন করতে হবে।

ঘ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান নিশ্চিতকল্পে BSTI বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে। উক্ত সার্টিফিকেট ছাড়া পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবেনা ।

ঙ) কারখানা থেকে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্যের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সজস্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ছ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত ও পরবর্তীতে বাস্তবায়িত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

জ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঝ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে সার্বক্ষণিক এপ্রোন, হাত গ্লাভস, নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ঞ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ট) আলোচ্য কারখানায় কোন ধরনের ওয়েল্ডিং কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না ।

ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না ।

ড) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৮. **এ আর এম ইন্ডাস্ট্রিজ, সুগার মিল রোড, চৌড়হাস, বিসিক শিল্পনগরী, কুষ্টিয়া** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বৈদ্যুতিক পাখা তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয় । পর্যালোচনান্তে কুষ্টিয়া জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র বৈদ্যুতিক পাখা তৈরীর জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, নতুন ধরনের সার উৎপাদন, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্ট তেল মিশ্রিত পানি/তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাইরে নির্গত করা যাবে না। ওয়েল সেপারেটরের মাধ্যমে তেল মিশ্রিত পানি থেকে তেল পৃথক করতে হবে এবং এ থেকে নির্গত বর্জ্য পানি যথাযথভাবে পরিশোধন করে নির্গত করতে হবে। ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার করতে হবে।

গ) কারখানারা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট স্লাজ কারখানা চত্বরে সংরক্ষণ করতে হবে এবং উচ্চ তাপামাত্রার চুল্লিতে বা ইনসিনারেটরে দহন করতে হবে।

ঘ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান নিশ্চিতকল্পে BSTI বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে। উক্ত সার্টিফিকেট ছাড়া পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবেনা ।

ঙ) কারখানা থেকে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্যের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সজষ্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ছ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত ও পরবর্তীতে বাস্তবায়িত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

জ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঝ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে সার্বক্ষণিক এপ্রোন, হাত গ্লাভস, নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ঞ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ট) আলোচ্য কারখানায় কোন ধরনের ওয়েল্ডিং কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না ।

ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না ।

ড) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৯. **ইন্টিগ্রাল ইলেকট্রিক কোম্পানী লিঃ, আনোয়ারা জুট মিল গেইট, বাড়বকুন্ড, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার প্রস্তুতকরণ) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার প্রস্তুতের জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্ট পানি/তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাইরে নির্গত করা যাবে না। ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার করতে হবে।

গ) কারখানা থেকে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্যের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সজষ্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

চ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে ।

ছ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

জ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঝ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না ।

ট) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১০. **বেঙ্গল এগ্রো কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ, হামিদপুর, নড়াইল রোড, সদর, যশোর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ দস্তা সার উৎপাদন ও কীটনাশক রি-প্যাকিং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য

প্রকল্পের অনুকূলে যশোর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র দস্তা সার উৎপাদন ও কীটনাশক রি-প্যাকিং এর জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, নতুন ধরনের সার উৎপাদন, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদান প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে তরল-বর্জ্য/ বায়বীয় বর্জ্য-এর নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) ইএমপি প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল Mitigation Measures সর্বদা কার্যকরী ভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) এ কারখানায় সৃষ্ট তরলবর্জ্য সরাসরি পরিবেশে নির্গমন করা যাবেনা; এ ধরণের তরলবর্জ্য Neutralization সিস্টেমের মাধ্যমে পরিশোধন ও অপসারণ ব্যবস্থা সর্বদা কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে ।

ঙ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত করণ ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানুয়েল অনুসরণ করতে হবে।

চ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিষ্টার প্রদর্শন করতে হবে ।

ছ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যাবেনা।

জ) কারখানায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা করতে হবে ।

ঝ) কারখানায় ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে ।

ঞ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় নির্গমণের মাত্রা বিধিবদ্ধ মানমাত্রা অধিক হলে কারখানায় স্ক্রাবার স্থাপন ও সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালূ রাখতে হবে

ট) কারখানায় স্থাপিত জেনারেটরর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠঅন ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিত্রয় করা যাবেনা ।

ঠ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE)/যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না ।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে ।

ঢ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ণ) স্বাভাবিক নিয়মে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর বায়ূর গুণগতমান (SOx)-এর Monitoring Result পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ত) কারখানা চত্ত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

থ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না ।

ধ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরি-উল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১১. মেসার্স মক্কা মদিনা লেদার কমপ্লেক্স, প্লট নং- YS-23, হরিণধরা, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, অঙ্গীকারনামা, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ-এর জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) EMP প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

গ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য বিসিক কর্তৃক নির্মিত সিইটিপি-র মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে।

ঙ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ক্রোম মিশ্রিত তরল বর্জ্য বিসিক কর্তৃক নির্মিত সেন্ট্রাল ক্রোম রিকভারী প্লান্টের মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে।

চ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক বিসিক কর্তৃক নির্মিত সলিড ওয়েষ্ট ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঝ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্টি আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঞ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঠ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ড) দাখিলকৃত অঙ্গীকারনামা অনুযায়ী আলোচ্য কারখানায় উৎপাদন কার্যক্রম শুরুর দিন থেকে হাজারীবাগে অবস্থিত ট্যানারীর সকল কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে।

ঢ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১২. মেসার্স ফেন্সি লেদার এন্টারপ্রাইজ, প্লট নং- YS-24, চামড়া শিল্প নগরী, হরিণধরা, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, অঙ্গীকারনামা, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ-এর জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) EMP প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

গ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য বিসিক কর্তৃক নির্মিত সিইটিপি-র মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে।

ঙ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ক্রোম মিশ্রিত তরল বর্জ্য বিসিক কর্তৃক নির্মিত সেন্ট্রাল ক্রোম রিকভারী প্লান্টের মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে।

চ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক বিসিক কর্তৃক নির্মিত সলিড ওয়েষ্ট ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঝ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্টি আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঞ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঠ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ড) দাখিলকৃত অঙ্গীকারনামা অনুযায়ী আলোচ্য কারখানায় উৎপাদন কার্যক্রম শুরুর দিন থেকে হাজারীবাগে অবস্থিত ট্যানারীর সকল কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে।

ঢ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৩. মেসার্স রাজিব লেদার কমপ্লেক্স, প্লট নং- YE-20, চামড়া শিল্প নগরী, হরিনধরা, হেমায়েতপুর, সাভার. ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, অঙ্গীকারনামা, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ-এর জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) EMP প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

গ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য বিসিক কর্তৃক নির্মিত সিইটিপি-র মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে।

ঙ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ক্রোম মিশ্রিত তরল বর্জ্য বিসিক কর্তৃক নির্মিত সেন্ট্রাল ক্রোম রিকভারী প্লান্টের মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে।

চ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক বিসিক কর্তৃক নির্মিত সলিড ওয়েষ্ট ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঝ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঞ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঠ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ড) দাখিলকৃত অঙ্গীকারনামা অনুযায়ী আলোচ্য কারখানায় উৎপাদন কার্যক্রম শুরুর দিন থেকে হাজারীবাগে অবস্থিত ট্যানারীর সকল কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে।

ঢ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৪. শাহজালাল লেদার কমপ্লেক্স, হরিণধরা, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে অঙ্গীকারনামা দাখিল সাপেক্ষে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ-এর জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) EMP প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

গ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য বিসিক কর্তৃক নির্মিত সিইটিপি-র মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে।

ঙ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ক্রোম মিশ্রিত তরল বর্জ্য বিসিক কর্তৃক নির্মিত সেন্ট্রাল ক্রোম রিকভারী প্লান্টের মাধ্যমে পরিশোধন করতে হবে।

চ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক বিসিক কর্তৃক নির্মিত সলিড ওয়েষ্ট ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঝ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঞ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঠ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ড) দাখিলকৃত অঙ্গীকারনামা অনুযায়ী আলোচ্য কারখানায় উৎপাদন কার্যক্রম শুরুর দিন থেকে হাজারীবাগে অবস্থিত ট্যানারীর সকল কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে।

ঢ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৫. **একটিভ জিপার লিমিটেড, প্লট নং-৪ ও ৬, রোড নং-৩, সেকশন-৭, মিরপুর শিল্প এলাকা, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জিপার টেপ ও সূতা রংকরণ) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ২.৫ ঘনমিটার/দৈনিক ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন, তরল বর্জ্যের বিশ্লেষিত ফলাফল এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ১৩/১১/২০০৩ তারিখে পরিবেশ/ঢাবি/৭০৯৮/২৩৭৮ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র জিপার টেপ ও সূতা রংকরণ কার্যক্রম এবং ২.৫ ঘনমিটার/দৈনিক ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ (চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে এবং বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঝ) কারখানা চত্ত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে ।

ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঢ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।

ণ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না ।

থ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৬. খান স্টিল হাউজ, জালকুরী, তালতলা, পিলকুনী, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এম এস হলো বক্সপাইপ তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয় । পর্যালোচনান্তে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ইআইএ অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র এম এস হলো বক্সপাইপ তৈরীর জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, নতুন ধরনের সার উৎপাদন, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্ট তেল মিশ্রিত পানি/তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাইরে নির্গত করা যাবে না। ওয়েল সেপারেটরের মাধ্যমে তেল মিশ্রিত পানি থেকে তেল পৃথক করতে হবে এবং এ থেকে নির্গত বর্জ্য পানি যথাযথভাবে পরিশোধন করে নির্গত করতে হবে। ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার করতে হবে।

গ) কারখানারা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট স্লাজ কারখানা চত্বরে সংরক্ষণ করতে হবে এবং উচ্চ তাপামাত্রার চুল্লিতে বা ইনসিনারেটরে দহন করতে হবে।

ঘ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান নিশ্চিতকল্পে BSTI বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে। উক্ত সার্টিফিকেট ছাড়া পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবেনা ।

ঙ) কারখানা থেকে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্যের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সজষ্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ছ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত ও পরবর্তীতে বাস্তবায়িত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

জ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঝ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে সার্বক্ষণিক এপ্রোন, হাত গ্লাভস, নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ঞ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ট) আলোচ্য কারখানায় কোন ধরনের ওয়েল্ডিং কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না ।

ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না ।

ড) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৭. কেমিকন, নয়াপাড়া, বোকরান, মনিপুর, ভবানীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সফটনার, ওয়াশিং এজেন্ট ও লেভেলিং এজেন্ট উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র সফটনার, ওয়াশিং এজেন্ট ও লেভেলিং এজেন্ট উৎপাদনের জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য (চুলের বর্জ্য ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ) ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

ঙ) ফ্লোর-ওয়াশিং কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি নিজস্ব সীমানার বাইরে নিক্ষেপ করা যাবেনা। এ ধরনের তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং-ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

চ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় বর্জ্য পর্যাপ্ত সংখ্যক Exhaust ফ্যান এর মাধ্যমে নির্গমন ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ছ) কারখানায় সৃষ্ট শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি সর্বদা কার্যক্ষম রাখতে হবে এবং শব্দের মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর মধ্যে থাকতে হবে।

জ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা ঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঝ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যালমেট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঞ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ড) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৮. এ বি সি কনস্ট্রাকশন কেমিক্যাল কোম্পানী, তুষারধারা, প্রধান সড়ক, কদমতলী, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কনস্ট্রাকশন কেমিক্যাল উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র কনস্ট্রাকশন কেমিক্যাল উৎপাদনের জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য (চুলের বর্জ্য ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ) ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

ঙ) ফ্লোর-ওয়াশিং কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি নিজস্ব সীমানার বাইরে নিক্ষেপ করা যাবেনা। এ ধরনের তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং-ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

চ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় বর্জ্য পর্যাপ্ত সংখ্যক Exhaust ফ্যান এর মাধ্যমে নির্গমন ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ছ) কারখানায় সৃষ্ট শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি সর্বদা কার্যক্ষম রাখতে হবে এবং শব্দের মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর মধ্যে থাকতে হবে।

জ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা ঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঝ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যালমেট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঞ) কারখানা চত্ত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ড) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৯. আগামী এক্সেসরিজ লিঃ, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মেটাল বোতাম প্রস্তুত ও ইলেক্ট্রোপ্লেটিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান, ৪০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন কমন ইটিপির ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ০৯/০৫/২০১২ তারিখে ৩০.২৬.৭২.২.৭৫.১৪০২১২/ছাড়-৫৬ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র মেটাল বোতাম প্রস্তুত ও ইলেক্ট্রোপ্লেটিং কার্যক্রম এবং ৪০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন কমন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের ইনলেট ও আউটলেটে পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ (চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে এবং বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঝ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঢ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

ণ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
থ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২০.ভিয়েলাটেক্স লিমিটেড, ২৯৭, খরতৈল, সাতাইশ রোড, টঙ্গী, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নীট ফেব্রিক্স ডাইং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান, ২০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ১৯/০২/২০০৫ তারিখে পরিবেশ/ঢাবি/৮০০৯/৪৩৬ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র নীট ফেব্রিক্স ডাইং ও ফিনিশিং কার্যক্রম এবং ২০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ (চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে এবং বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
ঝ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্টি আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
ঢ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
ণ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।
থ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২১. মেট্রিক্স মেটালার্জিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, জাগীর, মেঘশিমুল, মানিকগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কপার অয়ার (তামার তার) তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশি্লষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে মানিকগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র কপার অয়ার (তামার তার) তৈরীর জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, নতুন ধরনের সার উৎপাদন, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্ট তেল মিশ্রিত পানি/তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাইরে নির্গত করা যাবে না। ওয়েল সেপারেটরের মাধ্যমে তেল মিশ্রিত পানি থেকে তেল পৃথক করতে হবে এবং এ থেকে নির্গত বর্জ্য পানি যথাযথভাবে পরিশোধন করে নির্গত করতে হবে। ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার করতে হবে।

গ) কারখানারা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট স্লাজ কারখানা চত্বরে সংরক্ষণ করতে হবে এবং উচ্চ তাপামাত্রার চুল্লিতে বা ইনসিনারেটরে দহন করতে হবে।

ঘ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান নিশ্চিতকল্পে BSTI বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে। উক্ত সার্টিফিকেট ছাড়া পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবেনা ।

ঙ) কারখানা থেকে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্যের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সজস্ট ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ছ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত ও পরবর্তীতে বাস্তবায়িত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

জ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঝ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে সার্বক্ষণিক এপ্রোন, হাত গ্লাভস, নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ঞ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ট) আলোচ্য কারখানায় কোন ধরনের ওয়েল্ডিং কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।

ঠ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ড) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২২. মদিনা ডাইং এন্ড প্রিন্টিং ফ্যাক্টরী, দাপা ইন্দ্রাকপুর, পোস্ট অফিস রোড, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্রে ফেব্রিক্স ডাইং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ২০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র গ্রে ফেব্রিক্স ডাইং কার্যক্রম এবং ২০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন কমন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের ইনলেট ও আউটলেটে পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ (চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে এবং বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঝ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্টি আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঢ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

ণ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ত) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

থ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৩. **এন. জেড ডেনিম লিমিটেড, গোলাকান্দাইল, ভুলতা, রুপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডেনিম ইয়ার্ন ডাইং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, ১২০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন কমন ইটিপির ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নারায়নগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ডেনিম ইয়ার্ন ডাইং ও ফিনিশিং কার্যক্রম এবং ১২০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন কমন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, প্রিন্টিং, ফিনিশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমণের ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঙ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।

চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ (চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে এবং বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ছ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

জ) কারখানা চত্বরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঝ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঞ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঠ) কারখানার শব্দ এবং বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ড) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

ঢ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

ণ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ত) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৪. **পাইওনিয়ার পেপার এন্ড বোর্ড মিলস লিঃ, আনারপুরা, ভবেরচর, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ওয়েস্ট পেপার ও আমদানীকৃত পাল্প হতে গ্রে পেপার ও বোর্ড উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ১০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মুন্সিগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ওয়েস্ট পেপার ও আমদানীকৃত পাল্প হতে গ্রে পেপার ও বোর্ড প্রস্তুতের জন্য প্রযোজ্য। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত ও পরবর্তীতে বাস্তবায়িত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

গ) ফ্লোর ওয়াশিং ও ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিট ব্যবহার করতে হবে।

ঘ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরলবর্জ্য ইটিপির মাধ্যমে রি-সাইকেল করে পুনঃব্যবহার করতে হবে এবং পরিশোধিত তরল বর্জ্য কারখানার বাইরে নির্গমণ করা যাবে না। এজন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক তা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ঙ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নমুনা সংগ্রহ পূর্বক বিশ্লেষিত ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

ছ) ইটিপি-র ইনলেট ও আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

জ) কারখানা থেকে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্যের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ফাইবার মিশ্রিত কঠিনবর্জ্য পুনরায় সংগ্রহপূর্বক কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করতে হবে ।

ঝ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে। এছাড়া, দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান যথাযথভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

ঞ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা ঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ঠ) কারখানা চত্ত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিতানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঢ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৫. মেহের স্টীল (শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড), জাহানাবাদ, মাদামবিবির হাট, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, দাখিলকৃত অন্যান্য কাগজপত্র এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

(১) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর কোন কর্মকান্ড দ্বারা কোন ভাবেই পরিবেশ (মাটি, পানি, বায়ু ও শব্দ) দূষণ করা যাবে না;

(২) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর সৃষ্ট বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহ এবং তা স্বাস্থ্য ও পরিবেশসমম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে;

(৩) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর জন্য প্রযোজ্য; শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে;

(৪) ইয়ার্ডের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে;

(৫) এই ইয়ার্ডে ভাঙ্গার জন্য আনীত কোন জাহাজ ভাঙ্গার পূর্বে ইয়ার্ড মালিককে এ মর্মে নিশ্চিত হতে হবে যে, ঐ জাহাজটি প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসারে আমদানী করা হয়েছে এবং ভাঙ্গার জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়েছে;

(৬) পরিবেশ অধিদপ্তরের NOC গ্রহণ করেনি এমন কোন জাহাজ ভাঙ্গা/অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইয়ার্ডে আনা যাবে না;

(৭) জাহাজের সবচেয়ে বেশী ঝুঁকিপুর্ন জায়গাসমূহে নিরাপদে যাতায়াত করার জন্য well ventilated ও গ্যাস ফ্রী অবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;

(৮) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে জাহাজ ভাঙ্গার সময় রিসাইকেলেবল দ্রব্যাদি Ship Dismantling Plan অনুযায়ী সংগ্রহ, পৃথকীকরণ, সংরক্ষণসহ রেজিষ্টার্ড ভেন্ডরদের নিকট সরবরাহের ক্ষেত্রে যথাযথ পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং এতদ্‌সংক্রান্ড় রেকর্ড মেইনটেইন করতে হবে;

(৯) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে বর্জ্য সংগ্রহ ও Storage সুবিধাদি স্থাপন করতে হবে;

(১০) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর জাহাজ ভাঙ্গা প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট স্লাজ পরিবহনের জন্য ভাউচার এর ব্যবস্থা করতে হবে। জাহাজ হতে তৈল এবং স-াজ আহরণের সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে কোনও তেল/স্লাজ সমুদ্রে না পড়তে পারে। জাহাজের চতুর্পার্শ্বে ওয়েল বুম দ্বারা জাহাজ ঘিরে রাখতে হবে। ভাসমান তেল পরবর্তীতে সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে সংগ্রহপূর্বক অপসারন করতে হবে। ইয়ার্ডে তেল এবং স্লাজ সংরক্ষনের জন্য ওয়েল ট্যাংক স্থাপন করতে হবে। এ তেল/স্লাজ পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রি করতে হবে। এতদসংক্রান্ড় রেজিস্টার বই সংরক্ষণ করতে হবে;

(১১) হ্যাজার্ডাস ম্যাটেরিয়াল বিশেষ করে এ্যাসবেস্টস ও গ্লাস উল ইত্যাদি সংগ্রহ, স্ট্রিপিং ও হ্যান্ডলিং-এর জন্য HEPA Filter যুক্ত নেগেটিভ প্রেশার ক্লোজড সিস্টেম রুম এর ব্যবস্থা করতে হবে। এ ধরণের হ্যাজার্ডাস ম্যাটেরিয়াল চিহ্নিতকরণ, সংগ্রহ, স্ট্রিপিং ও হ্যান্ডলিং-এর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল নিয়োগ করতে হবে। এ ধরনের বস্তুসমূহ হ্যান্ডলিং ও অপসারণের ক্ষেত্রে ISM (Isolate, Store, Monitor) পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এর কোন বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণ করতে হলে তা অবশ্যই পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে;

(১২) হ্যাজার্ডাস ম্যাটেরিয়াল হিসেবে চিহ্নিত পিসিবি প্রশিক্ষিত লোকবলের দ্বারা পরিবেশসম্মতভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ISM পদ্ধতিতে অপসারণ অথবা পরিবেশসম্মতভাবে Incineration করতে হবে;

(১৩) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন করতে হবে। জাহাজ ভাঙ্গা প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য পাম্প করে ইয়ার্ডের ভিতরে স্থাপিত পরিশোধনাগারে পরিশোধনপূর্বক নির্গমন করতে হবে। নির্গমন মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রান্ত হতে পারবে না;

(১৪) ইয়ার্ডে শীপ ভাঙ্গার কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের জাহাজে উঠানামার জন্য ডেডিকেটেড ক্রেন থাকতে হবে। কোনও অবস্থাতেই ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে জাহাজে উঠানামা করা যাবে না;

(১৫) জাহাজের Spent lubricating oil, Sludge এবং Oil Filter পরিবেশসম্মতভাবে সংগ্রহ ও নিরাপদে মজুদ করতে হবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না;

(১৬) তৈল মিশ্রিত তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য Oil Water Separator (API Separator) স্থাপন করতে হবে;

(১৭) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে জাহাজ ভাঙ্গার সময় ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (ODS) আছে এমন সকল যন্ত্রপাতি থেকে ওডিএস সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক পরিবেশসম্মত অপসারণ ও রিসাইক্লিং-এর ব্যবস্থা ও সরঞ্জামাদি নিশ্চিত করতে হবে;

(১৮) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে জাহাজ ভাঙ্গার সময় সংগৃহীত হেভী মেটাল যথাযথভাবে পৃথকীকরণ, সংরক্ষণ ও প্রযোজ্যক্ষেত্রে রিসাইকেল করতে হবে;

(১৯) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। ইয়ার্ডের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে;

(২০) প্রতিষ্ঠানটিতে সুপেয় পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;

(২১) প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং তা সর্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে;

(২২) অগ্নি দূর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকল্পে ইয়ার্ডে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে;

(২৩) ইয়ার্ডে দুঘটনা রোধে প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার করে শ্রমিকদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান ও মহড়ার আয়োজন করতে হবে;

(২৪) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রের্কড সংরক্ষণ করতে হবে;

(২৫) ইয়ার্ডে কর্মরত শ্রমিকদের যথাযথ চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসা সামগ্রীসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার ও মেডিক্যাল ষ্টাফ নিয়োজিত করতে হবে;

(২৬) শ্রমিকদের আবাসন সংকট দুরীকরণে স্বাস্থ্যসম্মত আবাসিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;

(২৭) কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যঝুঁকি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক সরঞ্জাম যেমনঃ হ্যান্ড গে-াভস, হেলমেট, এয়ার প্লাগ এন্ড এয়ার মাফস, সেফটি স্যুজ, গামবুট, সেফটি গগলস, সেফটি বেল্ট, সেফটি মাস্ক, রেসপিরেটর, বডি প্রটেকশন স্যুট, ইমার্জেন্সী ব্রেথিং ডিভাইস ইত্যাদি শ্রমিকদের সরবরাহ করা ও এ সবের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;

(২৮) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে সকল ধরনের সতর্কীকরণ সাইনবোর্ড, নোটিশ, সংকেত , স্ট্যান্ডার্ড কালার কোড ইত্যাদি যথাস্থানে স্থাপন করতে হবে;

(২৯) যে কোন ধরনের দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে জরুরী নির্গমণ পথ চিহ্নিত করতে হবে;

(৩০) কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে সকল ব্যবস্থা ও সরঞ্জামাদি স্থাপন ও প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে;

(৩১) একঘেয়েমী কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য মাঝে মাঝে শ্রমিকদের বিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(৩২) দূর্ভাগ্যক্রমে দূর্ঘটনায় আহত কিংবা নিহত ব্যক্তিবর্গের ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ লেবার কোর্ট-এর মাধ্যমে প্রদান করতে হবে;

(৩৩) এ কর্মকান্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি ইয়ার্ডে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা/কর্মচারী/শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে;

(৩৪) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে কর্মরত দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকসহ কর্মকর্তাদের তালিকা (নাম, পদবী ও ঠিকানাসহ) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে এবং সময়ে সময়ে এর আপডেট তালিকা পরিবেশ অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে;

(৩৫) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডগুলোতে কর্মপরিবেশগত নিরাপত্তা (OHS) ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে;

(৩৬) ইয়ার্ডটি যথাসম্ভব গুড হাউজ কিপিং এর মাধ্যমে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে;

(৩৭) ইয়ার্ডে যথাসম্ভব রাত্রিকালীন কাজ পরিহার করতে হবে। উপযুক্ত লাইটিং সিস্টেম ছাড়া রাত্রিকালীন কোন কাজ করা যাবে না;

(৩৮) যে কোন ধরনের দুর্ঘটনা মোকাবেলার জন্য ইমার্জেন্সী রেসপন্স প্ল্যান পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে এবং এই প্ল্যান অনুসারে সকল সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে;

(৩৯) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডগুলোতে ভারী লোহার প্লেট বহনের ক্ষেত্রে ম্যাগনেটিক ক্রেন ব্যবহার করতে হবে। কোনক্রমেই বহন ক্ষমতার অতিরিক্ত ভারী বস্তু ম্যানুয়ালী হ্যান্ডলিং ও বহন করানো যাবে না;

(৪০) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে কর্মরত সকল লোকবলের ডিউটি রোষ্টার, চেইন অফ কমান্ড, রিপোটিং এবং দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্টকরণ, অনুসরণ ও প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে এবং এ বিষয়ে যথাযথভাবে রেকর্ড মেইনটেইন করতে হবে; ডিউটি রোষ্টার ইয়ার্ডের প্রকাশ্য স্থানে ঝুলিয়ে রাখতে হবে;

(৪১) ইয়ার্ডের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রাসহ OHS ও ইয়ার্ডে কর্মরত লোকবলের স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রতি ০৩ (তিন) মাস অন্তর মনিটরিং রিপোর্ট পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে;

(৪২) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর বিরূদ্ধে ভবিষ্যতে পরিবেশ দূষণমূলক কোন অভিযোগ উত্থাপিত ও অত্র দপ্তর কর্তৃক তা প্রমানিত হলে অত্র দপ্তরের নির্দেশিত নিয়ন্ত্রণ/সংশোধনমূলক ব্যবস্থাদি (কার্যক্রম বন্ধসহ) গ্রহণে শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকবে;

(৪৩) এ ছাড়পত্র কোন অবস্থাতেই হস্তান্তর যোগ্য নয়;

(৪৪) ছাড়পত্রের মূলকপি শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট টীম বা কোন কর্মকর্তা ইয়ার্ড পরিদর্শনে গেলে তাদেরকে ছাড়পত্র প্রদর্শন ও শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের কার্যক্রম পরিদর্শনে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে;

(৪৫) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর পরিচালনার ক্ষেত্রে অননুমোদিত দূষণকারী শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড পরিচালনার বিরূদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কারিগরী কমিটির নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে;

(৪৬) সরকার কর্তৃক জাহাজ ভাঙ্গা ও বিপদজনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা এবং জাহাজভাঙ্গা ইয়ার্ডের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য পরিশোধন, শ্রমিক/কর্মচারীদের পেশাগত স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রণীত গাইডলাইন জারী হওয়ার পর তার আলোকে শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড এর কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে;

(৪৭) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের উদ্দেশ্যে মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে;

(৪৮) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে;

(৪৯) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত যে কোন নির্দেশনা (যাহা উপরে উল্লেখিত শর্তে আরোপ করা হয়নি) প্রতিপালনে সংশ্লিষ্ট শীপ ইয়ার্ড বাধ্য থাকবে;

(৫০) শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর কার্যক্রম পরিচালনাকালে পরিবেশ দূষণজনিত কারণে জনজীবন ও পরিবেশ বিপর্যস্ত হইবার আশংকা দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলসহ যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

(৫১) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ৪ক ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর কার্যক্রম সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয় ছাড়াও বিস্ফোরক অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, প্রধান কারখানা পরিদর্শকের কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে এতদ্বারা অনুরোধ জানানো হলো;

(৫২) উপরে উলে-খিত ১-৫১ ক্রমিকে বর্ণিত যে কোন শর্ত ভংগ করলে এ ছাড়পত্র বাতিল করা হবে এবং শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড-এর বিরূদ্ধে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ ও এর আওতায় সময়ে সময়ে জারীকৃত বিধিমালার আওতায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

(৫৩) উপরোল্লিখিত শতাদিসহ EMP প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures আগামী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে মর্মে ১৫০ টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে নোটারী পাবলিকের মাধ্যমে একটি অঙ্গীকারনামা ছাড়পত্র জারীর ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা বরাবরে দাখিল করতে হবে এবং এর অনুলিপি পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয় বরাবরে প্রেরণ করতে হবে। অন্যথায় এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে;

(৫৪) উপরোল্লিখিত শর্তাদিসহ EMP প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures আগামী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করে পরিবেশ অধিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে। অন্যথায় এ ছাড়পত্র বাতিল করা হবে;

(৫৫) ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে আনীত জাহাজটি যে স্থানে এসে ভিড়বে, সেই জায়গার যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পাদিত চুক্তিনামার সত্যায়িত কপি ছাড়পত্র জারীর ০১ (এক) মাসের মধ্যে মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা বরাবরে দাখিল করতে হবে এবং এর অনুলিপি পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয় বরাবরে প্রেরণ করতে হবে। অন্যথায় এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে;

(৫৬) উল্লেখিত Mitigation Measures বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে কোন জাহাজ ভাঙ্গা যাবে না। এর কোন ব্যত্যয় হলে শীপ ব্রেকিং ইয়ার্ড এবং সংশ্লিষ্ট জাহাজের বিরূদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২৬. ফার্মগেট হোটেল রেস্টুরেন্ট এন্ড বেকারী (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), ৮২, পশ্চিম তেজতুরী বাজার, ফার্মগেট, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জেনারেটরের মাধ্যমে ২০২ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র জেনারেটরের মাধ্যমে ২০২ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে

সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৭. রহিম আফরোজ গ্যাসটেক লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), ১৯১, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৩২০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৩২০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে ।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৮. **শান্তা ওয়াশিং প্লান্ট লিঃ (জেনারেটর), ২৩২-২৩৪, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জেনারেটরের মাধ্যমে ৪৪০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয় । পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র জেনারেটরের মাধ্যমে ৪৪০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে ।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে ।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৯. **এস এম স্পিনিং মিলস লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), কড়রা, নোয়াপাড়া, মাধবপুর, হবিগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৬.০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সিলেট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৬.০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩০. **বাংলাদেশ ল্যাম্পস লিঃ (জেনারেটর), সদর রোড, মহাখালী, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জেনারেটরের মাধ্যমে ৫০০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে

ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র জেনারেটরের মাধ্যমে ৫০০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে ।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে ।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে ।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩১. মাল্টি স্টীল কাস্টিংস লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), ৭৬, নাসিরাবাদ শিল্প এলাকা, বায়েজিদ বোস্তামি রোড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৩.৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয় । পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৩.৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩২. **অবনী টেক্সটাইল লিঃ ও বেবিলন ওয়াশিং লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), প্লটঃ ১৬৯-১৭১, তেতুলঝোড়া, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৩.২৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৩.২৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৩. আদ্-দ্বীন হাসপাতাল (জেনারেটর), ২, বড় মগবাজার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জেনারেটরের মাধ্যমে ৭৫০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র জেনারেটরের মাধ্যমে ৭৫০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৪. সিনহা রোটর স্পিনিং (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), কাঁচপুর, সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৮.৯৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৮.৯৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৫. অটো স্পিনিং লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), ফরিদপুর, তেলিহাটি, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৫.০২মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে

আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৫.০২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৬. প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), গ্রাম- গিলারচালা, পোঃ ১নং সি এন্ড বি বাজার, শ্রীপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৮.৭৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ৮.৭৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৭. নরবান কমটেক্স লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), ১৮১, ব্লক-এ, তেতুইবাড়ী, মৌজা-সারাবো, কাশিমপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.৯৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ১৩/০৯/২০১৫ তারিখে ৩০.৩৩.৩০.৪.১৮৫.২৬০৮১৪/ছাড়-৬৭ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.৯৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৮. নেক্সট এক্সসরিজ লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), সাওঘাট, ভুলতা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.০১৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১.০১৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩৯. **ওয়াশ পয়েন্ট লিঃ (জেনারেটর), ২১৪, তেজগাঁও, শি/এ, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জেনারেটরের মাধ্যমে ১৯ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র জেনারেটরের মাধ্যমে ১৯ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) এবং শব্দের গুনগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৪০. **দেশ চক্ষু হাসপাতাল, ওয়্যারলেস গেইট, নলজানী, চান্দনা, জয়দেবপুর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২০ শয্যা বিশিষ্ট চক্ষু হাসপাতাল) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে

গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ২০ শয্যা বিশিষ্ট চক্ষু হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।

গ) প্লাষ্টিক সুঁচ, সিরিঞ্জ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানূমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দিয়ে সূচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।

ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। সূঁচ ও অন্যান্য ধারালো বস্তুসমূহ চুনভর্তি পাত্রে আবদ্ধ করে নির্দিষ্ট স্থানে ভূ-গর্ভস্থ ট্যাংকে জমা রাখতে হবে যাতে ধারালো বস্তুসমূহ মরিচা ধরে ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে যায়।

ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কবরস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।

ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতামুলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।

জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না ।

ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।

ট) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উম্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।

ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।

ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ধ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৪১. **সিডি প্যাথ এন্ড হসপিটাল (প্রাঃ) লিমিটেড, বাদুরতলা, আদর্শ সদর উপজেলা, কুমিল্লা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে কুমিল্লা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।

গ) প্লাষ্টিক সুঁচ, সিরিঞ্জ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানূমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দিয়ে সূচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।

ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। সূঁচ ও অন্যান্য ধারালো বস্তুসমূহ চুনভর্তি পাত্রে আবদ্ধ করে নির্দিষ্ট স্থানে ভূ-গর্ভস্থ ট্যাংকে জমা রাখতে হবে যাতে ধারালো বস্তুসমূহ মরিচা ধরে ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে যায়।

ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।

ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতামুলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।

জ) হাসপাতাল থেকে কোন প্রকার তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না ।

ঝ) জেনাারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।

ট) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।

ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।

ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ধ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৪২. **ইব্রাহীম ইকবাল মেমোরিয়াল হসপিটাল লিঃ, বিজিসি বিদ্যানগর, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সর্বদা চালু রাখতে হবে।

গ) প্লাষ্টিক সুঁচ, সিরিঞ্জ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ দ্বারা জীবানূমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দিয়ে সূচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।

ঘ) Infectious ও Hazardous Medical বর্জ্যসমূহ নির্ধারিত বিনে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এ সকল সংক্রামক ও বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য চট্টগ্রাম সেবা সংস্থার নিকট সরবরাহ করতে হবে এবং তার রেজিষ্টার মেইনটেইন করতে হবে।

ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবানুমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কবরস্থানে পুঁতে ফেলতে হবে।

ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতামুলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।

জ) হাসপাতালের নিজস্ব এলাকায় ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (WWTP) স্থাপনপূর্বক তা সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।

ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল দ্বারা যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।

ট) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্টি-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।

ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাড়ী পার্কিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।

ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

ণ) হাসপাতালে Radioactive পদার্থ ব্যবহার এবং এর থেকে সৃষ্ট Radioactive বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২-এর আওতায় প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

ত) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

থ) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

দ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ধ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

খ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন

১. **বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রজেক্ট, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ১৪, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণী, কাকরাইল, ঢাকা-১২০৭** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ ও স্যানিটারি টয়লেট নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ০১/০১/২০১৫ তারিখে পঅ/ছাড়পত্র/৫২৪১/২০১৩/১১ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তসমূহ বহাল রেখে সদর দপ্তর হতে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. **Northern Bangladesh Integrated Development Project (NOBIDEP), LGED, LGED Bhaban, level-12, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সেতু নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং Environmental Compliance & Monitoring Report সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ১০/০৯/২০১৪ তারিখে পঅ/ছাড়পত্র/৫২৮৩/২০১৪/২২৪ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তসমূহ বহাল রেখে সদর দপ্তর হতে পরবর্তী মেয়াদের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।

গ) **সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ ইআইএ অনুমোদন**

১. **ঢাকা (কেরানীগঞ্জ, ঢাকা) অর্থনৈতিক অঞ্চল, জেলা- ঢাকা; বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), অফিসঃ বিডিবিএল ভবন, লেভেল-১৫, ১২, কারওয়ানবাজার, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অর্থনৈতিক অঞ্জল প্রতিষ্ঠা)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. **আরিশা প্রাইভেট ইকোনোমিক জোন লিঃ, পূর্বদী, তেঘরিয়া, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৩. **JICA অর্থায়নে সিটি গভার্নেন্স প্রজেক্ট (সিজিপি), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা -১২০৭** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অবকাঠামো উন্নয়ন ও পানি সরবরাহকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং উপস্থাপিত ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৪. **ডিজাইনার ওয়াশিং এন্ড ডায়িং লিঃ, শিমুলিয়া, সাভার, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ফেব্রিক্স ওয়াশিং ও ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলাচনার পর আলোচ্য কারখানার অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান ও ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্ন্তভূক্ত থাকবে।
খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।
ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
ঙ) প্রকল্প চত্ত্বরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।
ছ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।
জ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
ঝ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারন করে না।
ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।

৫. **প্যারাসল এনার্জি লিঃ (সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প), হায়দারের চর, রামকৃষ্ণপুর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২১০ কিলোওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে কুষ্টিয়া জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্ন্তভূক্ত থাকবে।
খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।

ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।

ঙ) প্রকল্প চত্তরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।

ছ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

জ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারন করে না।

ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।

৬. **গ্যাস ভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (১৬৩ মেগা ওয়াট), কুশিয়ারা পাওয়ার কোম্পানী লিঃ, গাড়ুলীকোনা, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১৬৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সিলেট বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্ন্তভূক্ত থাকবে।

খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।

ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।

ঙ) প্রকল্প চত্তরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩৩% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।

ছ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।

জ) এই ইআইএ অনুমোদন ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারন করে না।

ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।

ঘ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ ইআইএ-র কার্যপরিধি অনুমোদন

১. **চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় মহানন্দা নদী ড্রেজিং ও রাবার ড্যাম প্রকল্প, নির্বাহী প্রকৌশলীর, নবাবগঞ্জ পওর বিভাগ, বাপাউবো, চাঁপাইনবাবগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নদী ড্রেজিং ও রাবার ড্যাম)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

২. **Preparatory Study on the Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5), Ministry of Road Transport and Bridges, Road Transport and Highway Division, Dhaka Transport Coordination Authority, Nagar Bhaban (Level 14-15), Fulbaria, Dhaka** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ Rapid Transit Development Project)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

৩. **Preparatory Study on the Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-1), Ministry of Road Transport and Bridges, Road Transport and Highway Division, Dhaka Transport Coordination Authority, Nagar Bhaban (Level 14-15), Fulbaria, Dhaka** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ Rapid Transit Development Project)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় । বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

৪. **সিলেট সেনানিবাসের অভ্যন্তরে বিদ্যমান জালালাবাদ-কৈলাসটিলা পাইপলাইন অংশ বিকল্প পথে নির্মাণ, গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল), প্রধান কার্যালয়, প্লট নং-এফ ১৮/এ, শেরেবাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় । বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

৫. **এলজিইডি'র আওতাধীন "ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, পটুয়াখালী ও নীলফামারী জেলার অধীন ৮টি ব্রীজ নির্মাণের সমীক্ষা" শীর্ষক প্রকল্প , স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা - ১২০৭** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সেতু নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় । বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

৬. **Development of a Private Economic Zone at Dhamrai Upzilla, Dhaka District, Bangladesh, BDG-Magura Group, Plot-314/A, Road-18, Block-E, Basundhara R/A, Dhaka-1229** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অর্থনৈতিক অঞ্চল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় । বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

৭. **বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অফ বাংলাদেশ (PGCB) Babgladesh Power System Reliability and Efficiency Improvement Project, Power Grid Company of Bangladesh LTD. IEB Bhaban (New), 3rd & 4th floor, 8/A,Ramna, Dhaka-1000** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বৈদ্যুতিক সঞ্চালন লাইন নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় । বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

৮. **Comilla Economic Zone LTD., Looterchor, Meghna, Comilla** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় । বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

৯. **আর এফ এস ফ্যাশন ওয়্যার লিঃ,প্লট নং-বি ১৮, বিসিক শিল্প নগরী, টঙ্গী, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ফেব্রিক্স ডাইং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য কারখানাটি বিসিক শিল্প নগরীতে অবস্থিত। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ২২ মে ২০০৮ তারিখে জারীকৃত এস আর ও নং ১১৭-আইন/২০০৮ অনুযায়ী বিসিক শিল্প নগরীতে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রযোজ্য নয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধ নসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় । বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

১০. **30 MW (AC) PV Power Plant of Beximco Power Company Limited & Jiangshu Zhongtian Technology CO. Ltd., 17 Dhanmondi R/A, Road No: 2, Dhaka-1205** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

১১. **তাসনিম কেমিক্যাল কমপ্লেক্স ইউনিট-২ লিমিটেড, মেঘনাঘাট, সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কস্টিক সোডা, হাড্রোক্লোরিক এসিড, ক্লোরিন, সিপিডব্লিউ উৎপাদন) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

ঙ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. **১৩২/৩৩ কেভি ও ৩৩/১১ কেভি ভূ - গর্ভস্থ সাবস্টেশন নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ডিপিডিসি), ০৩/০১ গার্ডেন রোড, পশ্চিম তেজতুরী বাজার, কাওরান বাজার, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ভূ - গর্ভস্থ সাব স্টেশন নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রকল্পের অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. **Construction of 132/33/11 KV Compact Underground Sub-Station & Multi Storied Building, DESCO, Gulshan-1, Dhaka** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ভূ - গর্ভস্থ সাব স্টেশন নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রকল্পের অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

৩. **কে আর অক্সিজেন লিঃ, বড় কুমিড়া, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অক্সিজেন গ্যাস বোতলজাতকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৪. **কে আর স্টীল স্ট্রাকচার লিঃ, বড় কুমিড়া, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ লোহার এইচ বীম, আই বীম, জেড পুরলিন, প্রোপাইল সিট তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৫. **বেঙ্গল সিমেন্ট লি:, বারদী, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সিমেন্ট উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৬. **শেখ টিউব মিলস, চরলক্ষা, কর্ণফুলি, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এম এস পাইপ তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা অফিস

কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্ত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৭. **গ্লোবাল স্টীল এন্ড ইঞ্জিঃ লিঃ, শৈলাবিল, পারুহালা, ধামরাই, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টাওয়ার ফেব্রিকেশন, হার্ডওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং ও গ্যালভানাইজিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্ত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৮. **হায়ান গ্রীন এনার্জি লিঃ, মজিদচালা, জথিলা, ফুলবাড়ীয়া, কালিয়াকৈর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টায়ার পাইরোলাইসিস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্ত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাক্স, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৯. **বিএম এনার্জি (বিডি) লিঃ, উলুখোলা,নাগরী, কালিগঞ্জ, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এলপিজি গ্যাস বোতলজাতকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্ত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাক্স, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১০. **বারাকা রিনিউয়েবল এনার্জি, নুনেরটেক, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১৬৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য

ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্ত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১১. ইউনাইটেড আনোয়ারা পাওয়ার লিঃ, রাঙ্গাদিয়া, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্ত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ইআইএ প্রতিবেদন দাখিলের সময় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে Civil Aviation Authority Bangladesh (CAAB) - এর অনাপত্তি সংগ্রহপূর্বক তা দাখিল করতে হবে ।

ঝ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঞ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১২. সিলভার কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলস লিঃ, বিকেবাড়ী, তালতলী, মণিপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং, ইয়ার্ন ডাইং ও গার্মেন্টস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান, ২৬.০১.২০১৭ তারিখের পবম/পরিবেশ-৩/৩/ছাড়পত্র-০৩/২০১০/৮৬ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে প্রদত্ত প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি পত্র এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য

ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।

চ) কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম দ্বারা জাতীয় উদ্যানের কোন বন বা বন্যপ্রাণীর জন্য ক্ষতিকর কোন কার্যক্রম, কোন প্রকারের দূষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না। প্রকল্প চত্ত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাক্স, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১৩. ভার্গো রিফাইনারি লিমিটেড, মৌজা-চেঙ্গাকান্দি, গ্রাম--চেঙ্গাকান্দি, ডাকঘর- বারদীবাজার, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জেট, ডিজেল, কেরোসিন উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) আইইই প্রতিবেদনের সাথে দাখিলকৃত TOR-এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।

চ) প্রকল্প চত্ত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাক্স, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

ঞ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

চ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়ন

১. বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে Multipurpose Disaster Shelter Project (MDSP) প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় ৯টি জেলায় সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ, মেরামত ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সাইক্লোন শেল্টার, মেরামত ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং Environmental Compliance & Monitoring Report সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিগত ২৬/১১/২০১৫ তারিখে পঅ/ছাড়পত্র/৫৫২০/২০১৫/৫৭৮ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত অবস্থানগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তসমূহ বহাল রেখে সদর দপ্তর হতে পরবর্তী মেয়াদের জন্য অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।

ছ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ ডব্লিউডব্লিউটিপি/ইটিপি/এসটিপির ডিজাইন অনুমোদন

১. **ট্রমা সেন্টার এন্ড অর্থোপেডিক হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ, ২২/৮/এ, ব্লক-বি, বাবর রোড, শ্যামলী, মোহাম্মদপুর, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ০.২৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন WWTP-এর ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে WWTP-এর ডিজাইন অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

(ক) দাখিলকৃত ০.২৫ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন WWTP-এর ডিজাইন মোতাবেক আগামী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে WWTP-এর নর্মাণ কাজ সম্পন্ন করে অত্র অধিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে।

(খ) WWTP-এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপরিশোধিত তরল বর্জ্য বাইরে নির্গমন করা যাবে না।

(গ) প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

জ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদন

১. **মেসার্স রহিম টেক্সটাইল মিলস লিঃ, হোল্ডিং নং- এ-৪৪, ওয়ার্ড নং- ০৯, সফিপুর, কালিয়াকৈর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।

গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

২. **মেসার্স নিট এশিয়া লিমিটেড, সফিপুর, কালিয়াকৈর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং, ডাইং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।

গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

৩. **রিমসো ব্যাটারী এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ, মাসাবো, রুপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অটোমোটিভ ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাটারী তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।

গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

৪. **সিম ফ্যাব্রিক্স লিঃ (ডাইং ইউনিট), ঠাকুর বাড়ীর টেক, মাসুমাবাদ, ভুলতা, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ওভেন ফ্যাব্রিক্স ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।

গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

৫. **ফারিহা নীট টেক্স লিঃ, বাড়ৈভোগ,পশ্চিম মাসদাইর, এনায়েতনগর, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিট ফ্যাব্রিক্স ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ৩৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন সম্প্রসারিত ইটিপির ডিজাইন, জিরো ডিসচার্জ প্লান ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানার অনুকূলে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তে ইটিপির ডিজাইন ও জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

(ক) দাখিলকৃত ৩৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন সম্প্রসারিত ইটিপির ডিজাইন মোতাবেক আগামী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ইটিপির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে অত্র অধিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে।

(খ) ইটিপির মাধ্যমে পরিশোধিত পানি পুনঃব্যবহার করতে হবে।

(গ) সম্প্রসারিত ইটিপির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান ইটিপির মাধ্যমে অপরিশোধিত তরল বর্জ্য পরিশোধন করতে হবে এবং কোন অবস্থাতেই অপরিশোধিত তরল বর্জ্য বাইরে নির্গমন করা যাবে না।

(ঘ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

(ঙ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।

(চ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

৬. **পারটেক্স পেপার মিলস লিঃ, হাটাবো, মাসুমাবাদ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কাগজ প্রস্তুত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।

গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

৭. **আইরিশ ফেব্রিক্স লিমিটেড, জিরানী বাজার, কাশিমপুর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং, ডাইং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও জিরো ডিসচার্জ প্লান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্লান অনুমোদনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) প্রতিবছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।

গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

ঝ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. **ভোস্টা এলএমজি কর্ণফুলি জয়েন্ট ভেঞ্চার কনসোর্টিয়াম লিঃ, ইছানগর, কর্ণফুলি, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত করা হবে। জাহাজ মেরামতের কারণে সৃষ্ট তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে ইএমপি প্রতিবেদনে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। এমতাবস্থায়, আলোচ্য প্রকল্পে জাহাজ মেরামত কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা উল্লেখপূর্বক উদ্যোক্তা কর্তৃক সংশোধিত ইএমপি প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি অবহিত করে চট্টগ্রাম জেলা অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদান করতে হবে।

২. **মেসার্স নি এলকো এ্যালায়েজ লিঃ, জাহানাবাদ, ভাটিয়ারী, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ তামার বার প্রস্তুত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে কমলা-খ হিসেবে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। বর্তমানে আলোচ্য প্রকল্পটিকে লাল শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে। তাছাড়া, আলোচ্য প্রকল্পের কার্যক্রম চালু বলে পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে চট্টগ্রাম জেলা অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

(ক) আলোচ্য প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (EMP) প্রতিবেদন (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।

৩. **এস কে এস এলপিজি (এলপিজি বোটলিং প্লান্ট) প্লট নং-৩,৪ মংলা বন্দরের শি/এ, বুড়িরডাঙ্গা, মংলা, বাগেরহাট** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এলপিজি বোটলিং প্লান্ট)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান সরকার কর্তৃক ঘোষিত প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার অন্তর্ভুক্ত। সুন্দরবন প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা (ইসিএ)-তে স্থাপিত এবং স্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ও এ বিষয়ে ভবিষ্যৎ করনীয় নির্ধারনের লক্ষ্যে গত ২৬/০৮/২০১৫ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় পরিবেশ কমিটির নীতি নির্ধারনী সিদ্ধান্ত পাওয়ার পর এ বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে বাগেরহাট জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৪. **মেসার্স স্টান্ডার্ড লুব অয়েল লিঃ, মসজিদ্দা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ লুব্রিকেন্ট রিসাইক্লিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরম্যাট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর চট্টগ্রাম জেলা অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের দূরত্ব নির্দেশক লোকেশন ম্যাপ প্রেরণের পাশাপাশি আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে চট্টগ্রাম জেলা অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

(ক) এসিড ব্যবহারের লাইসেন্স দাখিল করতে হবে।

(ক) কল-কারখানা পরিদর্শন পরিদপ্তরের অনুমোদিত লে-আউট প্ল্যান দাখিল করতে হবে।

৫. **পিয়া অটো ব্রিকস লিঃ, সাং-গড়িয়াইশ, পোস্ট-মিঠাছড়া, মিরসরাই, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইট প্রস্তুত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন-২০১৩ এর আলোকে আলোচ্য প্রকল্পের কার্যক্রম ও সার্বিক পরিবেশগত দিকসমূহ পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তরের পরিচালক (বায়ুমান ব্যবস্থাপনা) কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।

ঞ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ ডব্লিউডব্লিউটিপি/ইটিপি/এসটিপির ডিজাইন অনুমোদন

১. **নেসারাব এক্সেসরিজ বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিঃ, প্লট নং- ৫৫-৬০, সেক্টর-২, কোরিয়ান এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন (কেইপিজেড), চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গার্মেন্ট এক্সেসরিজ ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইটিপির ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় ঃ

(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য হাসপাতাল প্রকল্পের ইটিপির সংশোধিত ডিটেইল ড্রইং, ডিজাইন ও ক্যালকুলেশন দাখিল করতে হবে (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ)।

ট) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ ইআইএ অনুমোদন

১. **রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প, ঈশ্বরদী, পাবনা , বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, পরমাণু ভবন, ই-১২/এ, আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (বায়রা) ও ইআইএ প্রতিবেদন প্রনয়নকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কারিগরী কমিটি কর্তৃক ইআইএ প্রতিবেদনে চিহ্নিত অসঙ্গতি ও অস্পষ্টতাসমূহের আলোকে আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদান করা হয়েছে। উদ্যোক্তা কর্তৃক সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন দাখিলের পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. **হযরত শাহ জালাল আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্প, কুর্মিটোলা (দক্ষিনখান ইউনিয়ন), ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ কার্যক্রম)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, উপস্থাপিত ইআইএ প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের জন্য সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ)।

৩. **Construction of Single Line Dual Gauge Railway Track from Dohazari to Cox's Bazar via Ramu (Phase I) and Ramu to Gundum (Phase II) Project, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রেল লাইন নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং উপস্থাপিত ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের জন্য সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ)।

৪. **ঢাকা মহানগরী ও নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করার লক্ষ্যে অন্তর্বর্তীকালীন পানি সরবরাহ প্রকল্প, ঢাকা ওয়াসা, ওয়াসা ভবন, ৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ খাবার পানি সরবরাহকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৫. **আমান শিপইয়ার্ড লিঃ, হাড়িয়া, বৈদ্যেরবাজার, সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কার্গো জাহাজ তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র এবং অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৬. **গোপালগঞ্জ বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ প্রকল্প, হরিদাসপুর, গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ প্রকল্প)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, উপস্থাপিত ইআইএ প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের জন্য সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে (প্রতি পাতায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ)।

ঠ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. **মেসার্স সাগর ব্যাটারী হাউজ, গোয়ালখালী, রুহিতপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ব্যাটারী তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৪০১তম সভার সিদ্ধান্ত পুর্নবিবেচনার আবেদন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত পুর্নবিবেচনার আবেদন বিষয়ে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. **ইন্ট্রাকো ওয়াটার ওয়ার্ল্ড লিঃ, পেঁচারদ্বীপ, রামু, কক্সবাজার** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অ্যামিউজমেন্ট পার্ক) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান মেরিন ড্রাইভ সড়ক ও সমুদ্র তীরের মধ্যবর্তী স্থানে। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, বিগত ০৬/০৬/২০০০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর সভায় নির্মাণাধীন কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়ক প্রকল্পের সড়ক ও সাগরের মধ্যবর্তী এলাকায় এবং সড়কের উত্তর ও পূর্বদিকে ৩০০ মিটারের মধ্যে যে কোন ধরনের স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যা পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক গত ১৬/০৮/২০০০ তারিখে পরিপত্র আকারে জারী করা হয়। এমতাবস্থায়, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের কোন সুযোগ নেই মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি অবহিত করে কক্সবাজার জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

ড) বিবিধ ঃ

১. **ফারস হোটেল এন্ড রিসোর্টস , আকরাম সেন্টার, ৩/৩/সি, ৩/৩/ডি, পুরানা পল্টন, ২১২, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরনী, (বিজয়নগর), ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ চার তারকা হোটেল) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পটি পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক করে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়।

২. **সিদ্ধিরগঞ্জ ২৪০ মেগাওয়াট পিকিং পাওয়ার প্লান্ট, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি গ্যাস ভিত্তিক হওয়ায় এবং গবেষনাগারে কী প্যারামিটার পরীক্ষা করতে হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকায় আলোচ্য প্রকল্পের বকেয়া গবেষনাগার পরীক্ষা ফী মওকুফের সুপারিশ গৃহীত হয়। একইসাথে, এখন থেকে উদ্যোক্তা কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্প থেকে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগত মান (pH, Temperature, Oil & Grease) বছরে ২ (দুই) বার পরীক্ষাপূর্বক তার ফলাফল পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে মর্মেও সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৩. **লিবাস টেক্সটাইল লিমিটেড, নিশ্চিন্তপুর, মৌচাক, কালিয়াকৈর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং, ডাইং, ফিনিশিং ও প্রিন্টিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং আঞ্চলিক দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত **১১/১০/২০০৯** খ্রিঃ তারিখে পরিবেশ/ঢাবি/৯৯৩৯/২০০৫/গাজীপুর/লাল/ছাড়-৪৪ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রের সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম "নিটিং, ডাইং ও ফিনিশিং" এর পরিবর্তে "নিটিং, ডাইং, ফিনিশিং ও প্রিন্টিং" হিসেবে সংশোধনের সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে গাজীপুর জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

(মোঃ সামসুজ্জামান সরকার)
সহকারী পরিচালক (ইআইএ)
ও
সদস্য-সচিব

মোঃ সায়েম ইউসুফ
সহকারী পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র)
ও
সদস্য

(একেএম রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক (প্রাঃ সঃ ব্যঃ)
ও
সদস্য-সচিব

(মোছাঃ রুখসানা রহমান)
উপ-পরিচালক (আইন)
ও
সদস্য

(মাসুদ ইকবাল মোঃ শামীম)
পরিচালক (কো-অপট)
ও
সদস্য

(মোঃ জিয়াউল হক)
পরিচালক (বায়ুমান ব্যবস্থাপনা)
ও
সদস্য

(মোঃ সোলায়মান হায়দার)
পরিচালক (পরিকল্পনা)
ও
সদস্য

(মির্জা শওকত আলী)
পরিচালক (জলবায়ু পরিবর্তন)
ও
সদস্য

(সৈয়দ নজমুল আহসান)
পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র)
ও
সদস্য

(ড. মুঃ সোহরাব আলি)
পরিচালক (আইটি)
ও
সদস্য

(ড. সুলতান আহমেদ)
পরিচালক (প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা)
ও
আহবায়ক